মৎস্য অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম
ক্ষুদ্র উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ইনোভেশন আইডিয়া

শিরোনাম: ওয়েব পোর্টালে ২০১৭ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে কুড়িগ্রাম জেলায় উন্নয়নকৃত জলাশয় ও প্রদর্শনী খামার সমূহের তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ।

১. পটভূমি:

বাংলাদেশের বিদ্যমান জনগোষ্ঠির নিরাপদ পুষ্টির চাহিদা, বেকার সমস্যা দুরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে এবং ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র মুক্ত সমাজ গঠনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশনারী নেতৃত্বের দৃপ্ত ঘোষনা এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখা যাবে না। এ ঘোষনার আলোকে সকল ধরনের মৎস্য সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌছাতে সরকার নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবনী ও সেবা সমূহ জনমুখী করার লক্ষে সরকার ও নাগরিকের মধ্যে দুরত্ব কমাতে জেলা মৎস্য দপ্তর, কুড়িগ্রাম কর্তৃক ২০১৭ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিগত পাঁচ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত জলাশয়/আবাসস্থল সমূহের উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণে স্থাপিত প্রদর্শনী খামার সমূহের তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণের জন্য এ উদ্যোগটি গ্রহন করা হয়।

২. উদ্যোগটি কেন গ্রহণ করা হয়:

মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো মাছের উপযুক্ত আবাসস্থল এবং উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণকে হাতে কলমে শেখানোর মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা। মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত মৎস্য আবাসস্থলের সংস্কার বা উন্নয়ন একটি উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচিত। জলাশয় সংস্কারের ক্ষেত্রে কোন প্রকল্পের মাধ্যমে তার উন্নয়ন সাধন করা হয়ে থাকলে নুন্যতম পাঁচ বছরের মধ্যে অন্য কোন প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত জলাশয়ের সংস্কার সম্ভব নয় । কিন্তু কুড়িগ্রাম জেলায় বিল ও বরোপিট সমুহের তালিকায় জিপিএস লোকেশন না থাকায় চৌহর্দ্দির পরিচয় পরিবর্তন করে বারবার একই জলাশয় প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্কারের জন্য মধ্যসত্বভোগীগণ প্রস্তাব প্রেরণ করতো। এই জটিলতা নিরসণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত জলাশয় সমূহের নাম ঠিকানার পাশাপাশি, জলাশয়টির জিপিএস লোকেশন সন্নিবেশিত করা হবে। ফলে একই জলাশয় জেলা বা উপজেলা কর্মকর্তার পরিবর্তনে পুনরায় সংস্কারের জন্য তালিকায় অন্তভূক্তির জটিলতা নিরসন হবে।

আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের মাছের চাষ ব্যবস্থা জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে প্রদর্শনী পুকুর স্থাপন করা হয়। অনেক সময় একই পুকুর বারবার প্রদর্শনী হিসেবে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র মালিকের নাম পরিবর্তন করার মাধ্যমে হয়ে থাকে বিধায় প্রযুক্তি সম্প্রসারণে তা মূল উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে। এ ক্ষেত্রেও পুকুরের নাম ঠিকানা ও জিপিএস লোকেশন অন্তর্ভুক্ত থাকলে তা প্রদর্শনী নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখিত বিষয় সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে মৎস্য উৎপাদনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ, বিপনন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে মৎস্য অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম কর্তৃক ওয়েব পোর্টালে ২০১৭ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে কুড়িগ্রাম জেলায় উন্নয়নকৃত জলাশয় ও প্রদর্শনী খামার সমূহের তথ্য সরবরাহের উদ্ভাবনী উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়।উল্লেখ্য যে, কুড়িগ্রাম জেলায় উল্লেখিত সময়ে রাজস্ব ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬১ টি বাস্তবায়ীত প্রদর্শনী খামারের তথ্য ও জিপিএস লোকেশন সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্কারকৃত ১৪৬ টি প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়, নার্সারি পুকুর, বিলের অংশ ও বরোপিট এর তথ্য ও জিপিএস লোকেশন সংগ্রহ করা হয়েছে যা ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশিত করা রয়েছে।

৩. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

জেলা মৎস্য দপ্তর, কুড়িগ্রাম হতে উন্নয়নকৃত মৎস্য আবাস্থলের অর্থ-বছর অনুযায়ী নাম, তালিকা উপজেলা মৎস্য দপ্তরে প্রেরণ করা হবে। উপজেলা মৎস্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট জলাশয় সরেজমিনে পরিদর্শন করে জিপিএস লোকেশনের তত্ত্ব উপাত্ত সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করবে। অনুরুপভাবে উপজেলা মৎস্য দপ্তর ২০১৭ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তিবায়িত প্রদর্শনী পুকুরের বিস্তারিত তথ্য, জিপিএস লোকেশনের তথ্য ও ফর্মের চাহিত তথ্য সন্নিবেশ পূর্বক জেলা মৎস্য দপ্তরে প্রেরণ করবে। এ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলার সকল উপজেলায় উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি ডাটাবেইজ তৈরী হবে মর্মে আশা করা যায়।

৪. লগ ফ্রেইম (Log Frame)

ক্র. নং	কার্যক্রম	সময়কাল (২০২২-২০২৩)						
		সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
১	পরিকল্পনা প্রণয়ন							
২	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ							
৩	তথ্য যাচাই							
৪	প্রতিবেদন প্রস্তুত, বিভাগীয় দপ্তরে প্রেরণ ও ওয়েবপোর্টালে আপলোডকরণ							

চিএঃ প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শণ

চিএঃ জলাশয় সংস্কার পরিদর্শণ

৫. বিগত ৫ বছরের কুড়িগ্রাম জেলার সংস্কারকৃত জলাশয় ও প্রদর্শনী খামার সমূহের তথ্যাদিঃ

কুড়িগ্রাম জেলায় জলাশয় সংস্কারের তথ্য

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	নার্সারি পুকুর	প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর	বিল	বরোপিট	অন্যান্য	মন্তব্য
১	কুড়িগ্রাম সদর	৩	৬	০	২৯	০	
২	উলিপুর		৯	২	৭	০	
৩	নাগেশ্বরী	৮	২	১৩	৮		
৪	ভুরুঙ্গামারী		৫				
৫	ফুলবাড়ী		৯	২	৯		
৬	রাজারহাট		৬	৮			
৭	চিলমারী		১১				
৮	রৌমারী		৪	১			
৯	চর রাজিবপুর		৪				
		১১	৫৬	২৬	৫৩	০	১৪৬

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	কার্প নার্সারী	কার্প মিশ্র চাষ	কার্প গলদা মিশ্রচাষ	মনোসেক্স তেলাপিয়া একক চাষ	পাঙ্গাস একক চাষ	পাবদা চাষ	শিং মাগুর চাষ	কার্প গুলশা চাষ	ধানক্ষেত্রে মাছচাষ	খাঁচায় মাছচাষ	কৈ চাষ
১	কুড়িগ্রাম সদর	৪	৭	৬	১	৮	৪	৪	০	২	০	১
২	উলিপুর	৬	৬	৩	৪	৪	৬	২	১	২	০	২
৩	নাগেশ্বরী	৫	১১	৫	৬	২	৪	৩	২	১	০	২
৪	ভুরুঙ্গামারী	৫	২	২	৪	১	০	১	০	১	০	০
৫	ফুলবাড়ী	৬	১৪	২	৫	৫	৫	৩	০	১	০	২
৬	রাজারহাট	৮	১৬	১	১০	৬	৩	১	১	১	১	১
৭	চিলমারী	১	৮	১	২	১	৪	৪	০	১	০	০
৮	রৌমারী	১	২	০	২	৩	৩	১	০	০	১	০
৯	চর রাজিবপুর	১	১	০	১	০	২	০	০	০	১	১
		৩৭	৬৭	২০	৩৫	৩০	৩১	১৯	৪	৯	৩	৯

৪. **প্রত্যাশিত ফলাফল:**

- একই জলাশয় ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর কর্তৃক উন্নয়নের সার্থে ডুপ্লিকেশন হবে না।
- সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ হবে। এই তত্ত্ব যে কোন দপ্তর বা জনগনের প্রাথমিক তত্ত্ব হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
- উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জলাশয় নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহার সহজ হবে, সময় কম ব্যয় হবে।
- আগ্রহী নাগরিকগণের অর্থ সাশ্রয় হবে।
- তাৎক্ষনিকভাবে যে কোন স্থান থেকে ওয়েব পোর্টাল হতে কুড়িগ্রাম জেলার মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে উন্নয়নকৃত জলাশয়ের তালিকা ও বর্তমান অবস্থা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।
- গবেষনা ধর্মী কার্যক্রমে সহায়ক হবে।

নোট: ওয়েব পোর্টালে সহজে খুজে পাওয়ার সুবিধার্থে এই তথ্য ওয়েব পোর্টালের মেইন মেনু বারে বা সেবা বক্সে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২৬।০৬।২০২৬

কালি পদ রায়
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম।